Prof Sanchita Kabi
Assistent Prof
in
Philosophy
Raja N. L. Khan Women's College.
Autonomous.
Paschim Medinipur.
721102
{Email - Sanchitakabi1973@gmail.com}

Module – (3)

প্রঃ:- কান্টের দর্শনে 'জ্ঞানরাজ্যে' কোপারনিকাস বিপ্লবের ব্যাখ্যা,

Q What do yous mean by Copernicus revolution in Philosophy.

Answer start from Page-(2)
End Page (07)

For 2nd Sem
Western Philosophy.

প্র:- কান্টের দর্শনে 'জ্ঞানরাজ্যে' কোপারনিকাস বিপ্লবের ব্যাখ্যা দাও:-
What do you mean by Copernicus revolution in Philosophy

Ans:- Kant তাঁর Critique of Pure reason গ্রন্থে জ্ঞানোৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর দর্শনের ক্ষেত্রে তা কোপারনিকাস বিপ্লব নামে পরিচিত। 'কোপারনিকাস' বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারণা, টলেমির ভূ-কেন্দ্রিক ব্যাখ্যাকে (Geo-Centric theory) খণ্ডন করে কোপারনিকাস সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের (Heliocentric theory) প্রতিষ্ঠা করেন। সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে যেতে দেখে টলেমি সিদ্ধান্ত করেন যে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য পৃথিবীর চারদিকে আবর্তিত হয়। কিন্তু Copernicus দেখলেন যে এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়, কারণ পৃথিবীর কোন প্রান্তে নিলে যদি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয় তাহলে সূর্যের সেই একই গতি প্রত্যক্ষ করা যায়, তাছাড়া পরবর্তী কালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখলেন কেবলমাত্র সূর্যকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায়, যা ভূ-কেন্দ্রিক ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে সম্ভব নয়। এবং কোপারনিকাসের সিদ্ধান্ত যথার্থই প্রমাণিত হয়।

কোপারনিকাসের সমসাময়িক গ্যালিলিও, প্রথমে তাঁর মতের বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্তকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছিল এবং তার মতবাদ জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক বিপ্লব এনেছিল। কোপারনিকাসের তত্ত্ব পৃথিবী কেন্দ্র নয় সূর্যই কেন্দ্র যাকে ঘিরে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহেরা আবর্তন করছে। কান্ট মনে করেন যে, তিনি দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ করে জ্ঞানরাজ্যে এক বিপ্লব ঘটিয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোপারনিকাস যেমন ঐ বিপ্লব

বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়।

তাহলে Kant এর এই বিপ্লব টি কি? এবং তা কোপার্নিকাসের সঙ্গে তুলনীয় তা স্পষ্ট করার পূর্বে তাঁর দেওয়া যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণটি বুঝে নেওয়া দরকার।

কান্ট মনে করেন যথার্থ জ্ঞান হল অবধারণমূলক - প্রত্যেক অবধারণ, পূর্বে জ্ঞান স্বীকার করা যায়না, কিন্তু যে কোন অবধারণই যথার্থ জ্ঞানের পরিচায়ক নয়, সেই অবধারণটি যথার্থ জ্ঞানের পরিচায়ক হবে যদি আমরা দুটি লক্ষণ দেখি - একটি হলো সার্বিকতা ও অনিবার্যতা, আর অপরটি হল - নতুনত্ব বা অগ্রগতি। অর্থাৎ সেই অবধারণ টি যদি পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ হয়। কেবল অভিজ্ঞতা পূর্ব বা পূর্বতঃসিদ্ধ অবধারণ ভিত্তিক যে জ্ঞান তাতে দেখি অনিবার্যতা ও সার্বিকতা কিন্তু জ্ঞানের অন্য লক্ষণ টি দেখিনা, আর অভিজ্ঞতা লব্ধ বা সংশ্লেষিক অবধারণ ভিত্তিক যে জ্ঞান, তাতে দেখি নতুনত্ব বা অগ্রগতি কিন্তু যা দেখিনা তা হল সার্বিকতা ও অনিবার্যতা।

প্রশ্ন কান্টের লক্ষ্য হল এই যে এই ধরনের পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষণীয় অবধারণ ভিত্তিক জ্ঞান কেমনভাবে সম্ভব তা যদি দর্শনের জগতে দেখানো সম্ভব হয় (যা পূর্ববর্তী দার্শনিক দেখাননি, দেখানো যেতে পারে সে ব্যাপারে ভাবেননি) তাহলে নিঃসন্দেহে দর্শনের জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি হবে, এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হবে।

Kant এর ~~বক্তব্য~~ বক্তব্য হল জ্ঞান যদি অনুভব সাপেক্ষ হয় বা অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ হয় তাহলে সেই জ্ঞানে অনিবার্যতা সার্বিকতা

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

দেখা যাবেনা, দেখা সম্ভবও নয়, অথচ আমাদের জ্ঞান যে অনিবার্য ও সার্বিক হতে পারে তার দৃষ্টান্ত হিসাবে কান্ট গানিতিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জ্ঞান কে উল্লেখ করেছেন, জ্ঞানের এই অনিবার্যতা ও সার্বিকতা অনুভব সাপেক্ষ জ্ঞানে কখনই পাওয়া যায়না, সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে অনুভবের বা অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়া বিষয়ের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়ে থাকে।

তাই কান্ট বলেন যে আমাদের বুদ্ধি যদি বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে বিষয় যদি বুদ্ধি দ্বারা বা বৌদ্ধিক নিয়মের দ্বারা (Categories of the understanding) নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে অনুভবের অপেক্ষা না করেও যে আমাদের বুদ্ধি বিষয় সম্বন্ধে বিধান করতে পারবে এটা নিশ্চিত, তাই কান্ট বলেন বিষয় যদি জ্ঞাতার দিক থেকে কতকগুলি জ্ঞানের পূর্বতঃসিদ্ধ শর্তের অধীনতা স্বীকার না করে, তাহলে বিষয় কখনও জ্ঞানের বিষয় হতে পারেনা। মন অভিজ্ঞতামূলক উপাদানের উপর তার বৌদ্ধিক আকার কে আরোপিত করে এবং ওই আকারের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত না হলে বিষয় কে কখনও জানা যায়না।

মন জ্ঞানের অসম্বদ্ধ উপাদানের উপর জ্ঞানের আকার আরোপিত করে, অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে মন কোন উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে এই কার্য সম্পাদন করে। এর অর্থ হল জ্ঞাতা, জ্ঞাতা হিসাবে তার স্বাভাবিক ধর্মের জন্যই মন এই জ্ঞানের আকার কে আরোপিত করে। এই জ্ঞানের আকার গুলি বিষয়ের সম্ভাবনা কে নিরুপন করে, অবশ্য যদি বিষয় বলতে জ্ঞানের বিষয় কে বোঝানো হয়।

কে অর্থাৎ সুতরাং প্রাক কান্টীয় তত্ত্ব হল মন হতে হবে' বিষয়ের ধারনাকে বিষয়ের অনুরূপ হতে হবে' পরিবর্তন সাধন করে কান্ট দেখালেন যে, "বিষয় যেই যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় তাকে মনের অনুরূপ হতে হবে, অর্থাৎ মনের ধারনার অনুরূপ হতে হবে,

এই ভাবে জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের ধারনার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে কান্ট জ্ঞান রাজ্যে এক ধরনের বিপ্লবের সূচনা করেন যার সঙ্গে কোপারনিকাস বিপ্লবের সাদৃশ্য দেখা যায় বলে কান্টের বিপ্লব কোপারনিকাস বিপ্লব নামে খ্যাত,

সমালোচনা:— নানা কারনে কান্টের বক্তব্য গ্রহনযোগ্য নয়,

১ কান্টের বক্তব্য দুর্বোধ্য, তিনি দাবী করেন যে, তিনি প্রচলিত জ্ঞান তত্ত্বের ব্যাখ্যার পরিবর্তন ঘটিয়ে একটা নতুন ধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে দর্শনের জগতে বিপ্লব এনেছেন, কান্টের পূর্বে সাধারন লোকের মত ছিল মনের ধারনা বিষয়ের অনুরূপ হবে, কিন্তু কান্ট দেখালেন যে বিষয় মনের ধারনার অনুরূপ হবে,

আপাত দৃষ্টিতে কান্ট এর মত পূর্ব মতের বিপরীত হলেও বিশ্লেষন করলে দেখা যাবে যে প্রকৃত বিপরীত নয় কারন প্রথম ক্ষেত্রে বিষয়ের অর্থ যা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা নয়, প্রথম ক্ষেত্রে বিষয় হল যা মনো-বহির্ভূত, মনোনিরপেক্ষ, আর ধারনা হল যা মনের মধ্যে থাকে, মনের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং সাধারন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনুরূপতা (Correspondence) হল আন্তর বিষয়ের ধারনার সঙ্গে বহির্বিষয়ের (অর্থাৎ বিষয়) মিলন,

REDMI NOTE 7 PRO

কিন্তু কান্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন বিষয় সকল (মনোজাত) মনের ধারণার অনুকূল হবে, তাহলে কান্ট যে আনুকূল্যতার কথা বলেছেন তা হল জ্ঞাতুর বিষয়ের সাথে বাহ্যিক যোগ নয়, তা হল মনের মধ্যেই অবস্থিত দুটি সত্তার আনুকূল্যতা, এখন আমাদের বক্তব্য হল এ বিষয়ে কান্টের ব্যাখ্যা কেমন হওয়া দরকার।

২। তাছাড়া জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে কান্টের তত্ত্বকে আদৌ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপারনিকাসের বিপ্লবের সাথে তুলনা করা যায় কিনা সে বিষয়ে কিছু মত পার্থক্য দেখা যায়, অনেক সমালোচক মনে করেন, এই তুলনা সঠিক নয়, কোপারনিকাস তাঁর সময়ে প্রচলিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হয়, এবং পৃথিবী তথা মানুষই যে এই বিশ্বের কেন্দ্র এই বিশ্বাস কে তিনি অলীক বলে প্রমাণ করেছিলেন, অনুরূপ ভাবে কান্ট যখন প্রচার করলেন যে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হতে গেলে ঐ বিষয়ের সংবেদনগুলিকে আমাদের মনের পূর্বতঃসিদ্ধ নিয়মের অধীন হতে হবে তখন তিনি প্রকৃত পক্ষে (মনের ধারণা) যা পৃথিবীর সঙ্গে তুলনীয় বিশ্বের কেন্দ্রে উপস্থিত করলেন এবং বিষয় হল যা এখানে সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় তা মনের ধারণার অনুকূল হবে।

কিন্তু এভাবে যদি দেখা যায় তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে এটি আদৌ কোপারনিকাস বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয় কিনা বরং এটি আসলে হয় কোপারনিকাস বিরোধী তত্ত্ব।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

তাইতো কবি নিজেও বলেছেন যে 'আমি কোনোবিশেষ বিপ্লবের পক্ষে কোন বাক্য-বিপ্লব করেছি। আমাদেরও উচিত নীতি কে ভিন্ন করে কবিতার বক্তব্যও সমালোচনা করা।' অভিন্ন করে নয়।